বারাকপুর ডায়োসিসের নিম্নলিখিত হোস্টেল গুলিতে ইংরাজী ও বাংলা উভয় মাধ্যমের জন্য ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। সুন্দর থাকার ব্যবস্থা । পড়াশোনার সুন্দর পরিবেশ । অল্প খরচে ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা । নৈতিক চরিত্র গঠনে এবং শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে বারাকপুর ডায়োসিসের হোস্টেলগুলি উপযুক্ত মান ধরে রেখেছে ।

1. St. Stephen's Hostel, Shikarpur
2. St. Stephen's School Hostel, Karimpur
3. Christ Church Hostel, Chapra
4. Queen's Girl's Hostel, Krishnanagar
5. CMS St. John's Hostel, Krishnanagar
6. St. Stephen's School Hostel , Ranaghat
7. St. Stephen's School Hostel, Dumdum
8. CNI Girl's Hostel , Keorapukur
9. CNI Boy's Hostel , Keorapukur
10. St. Stephen's VTC Hostel. Baruipur
11. St. Gabriel Hostel, Canning
12. St. Peter's Hostel, Canning
13. St. Stephen's School Hostel, Chattisgarh

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86 Middle Road, Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal, India
Office Phone No- +913325920147; Email: tellitout@rediffmail.com
+917501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in
The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore, Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI
Printer : William Carey Press, Barrackpore

Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 52 | For private circulation only | Estd.1951 | February 2025

বিশপের পত্র || ভস্ম বুধবারের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ||

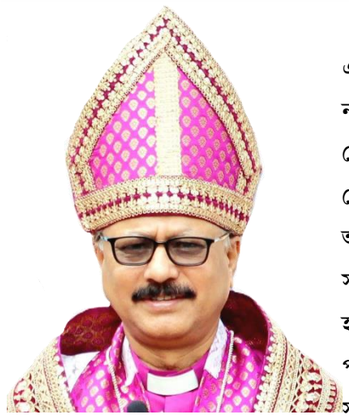

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

এই ভস্ম বুধবার সকালবেলায় আমাদের বারাকপুর ডায়োসিসের সকল বিশ্বাসীবর্গকে প্রভু যীশুর নামে ভস্ম বুধবারের প্রীতি ও শুভেচ্ছা, সম্মান, প্রণাম জ্ঞাপন করি। সবার উদ্দেশ্যে বলি যীশু বাবা যেমন চল্লিশটা দিন তপস্যা, ধ্যান, তিতিক্ষা, আত্ম সংযম এবং উপবাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি তিনি লাভ করেছিলেন, মানসিকভাবে এবং আত্মিক ভাবে। তাই আত্মিক ভাবে অলৌকিক কাজ করার সাথে সাথে জাগতিক ভাবে বিভিন্ন কঠিন কঠিন সমস্যারও সমাধান করতে পেরেছিলেন। তাই সেই সময়কার সদ্দুকী ও ফরিষীরা নিরুত্তর হয়েছিল ও বিস্মিত হয়েছিলেন। ঠিক তেমন ভাবেই আমরাও যেন শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ভাবে ফিট থাকতে পারি। কোলেস্টেরল হবে না। হার্ট অ্যাটাক হবে না। সুগার কমে যাবে। ফ্যাটি লিভার হবে না। এর সাথে সাথে আত্মিক ভাবে যীশু বাবার সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক ও সম্বন্ধ তৈরী হবে।

আমরাও বর্তমানে সকল সদ্দুকী ও ফরিষীদের নিরুত্তর করতে পারব। সকল সমস্যার সমাধান হবে, সকল সঙ্কট দূর হবে। যদি আমরা প্রভু যীশুর কাছে আমাদের তপস্যার রব শোনাতে পারি, তাহলে নিশ্চয় করে তাঁর আশীর্বাদেদ তিনি আমাদের সুস্থ রাখবেন, সুন্দর রাখবেন, ভালো রাখবেন। উপবাসকালীন সময়ে আমাদের চোখের জলের কান্না, শুধু আমাদের জন্য নয়, বিশ্বাসীবর্গের জন্য, কিন্তু সকল তথা সকল বিশ্বাসীর জন্য।

আপনাদের সেবক
বিশপ সুব্রত চক্রবর্ত্তী
বারাকপুর ডায়োসিস
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয় || ডায়োসিসের উন্নয়নে সহযাত্রী হন ||

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,
প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই। ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী। আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি। আপনাদের সুপরামর্শ সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। সারাটি বছর আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি। আপনাদের মঙ্গল হোক।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে
সুকল্যাণ হালদার
সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

কেওড়াপুকুর যুব সম্মেলন

গত ১লা ফেব্রুয়ারী কেওড়াপুকুর সেন্ট পল'স চার্চে অনুষ্ঠিত হলো যুব সম্মেলন। মূল অনুধ্যান ছিল – " আমাদের পরিচয় খৃষ্টের মধ্যে নিহিত" (গালাতীয় ২:২০)।প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী এবং কলকাতা ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং। উভয় বিশপ তাঁদের মূল্যবান উপদেশের মাধ্যমে যুব প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করেন। বারাকপুর ডায়োসিসের দক্ষিণ অঞ্চলের ৮০ জন যুবক-যুবতী যোগ দিয়েছিল। উদ্বোধনী নৃত্য-সঙ্গীত বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বাইবেলীয় উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়া হয়।

মছলন্দপুরে মহিলা সম্মেলন

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও উৎসাহে গত ২ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো মহিলা সম্মেলন। সম্মেলন শুরু হয় প্রার্থনা উদ্বোধনী সঙ্গীত বাইবেল পাঠের (হিতোপদেশ ৩১: ২৫-৩১) মধ্য দিয়ে। মাননীয় বিশপ এবং DWFCS এর প্রসিডেন্ট বড় গুরুমা ফ্লোরেন্স সুপ্রিয়া চক্রবর্তীকে সম্মান সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মাননীয় বিশপ অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশের মাধ্যমে ডায়োসিসে এবং পরিবার-সংসারে মায়েদের ভূমিকা বিষয়ে বলেন। উপস্থিত ছিলেন গুমা, হাবড়া, অশোকনগর এর ১১০ জন মহিলা প্রতিনিধিগণ।

কৃষ্ণনগর ও চাপড়া স্কুল ভিজিট করলেন বিশপ

মাননীয় বিশপ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন ডায়োসিসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। গত ৩ তারিখে মাননীয় বিশপ উপস্থিত ছিলেন চাপড়া কিং এডওয়ার্ড স্কুলের এম. সি. মিটিং এ। মিটিং এ তিনি স্কুলের বিভিন্ন বিষয় মন দিয়ে শুনে প্রয়োজনীয় মতামত ও সুপরামর্শ দেন।

মাননীয় বিশপকে সংবর্ধনা দিল ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল (কো-এড)

মাননীয় বিশপ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন ডায়োসিসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। গত ৩ তারিখে মাননীয় বিশপ উপস্থিত ছিলেন চাপড়া কিং এডওয়ার্ড স্কুলের এম. সি. মিটিং এ। মিটিং এ তিনি স্কুলের বিভিন্ন বিষয় মন দিয়ে শুনে প্রয়োজনীয় মতামত ও সুপরামর্শ দেন।

১৩১ তম ধন্য বুধবার মহাসভা

মিস বিশ্বাসকে তিন মাসের জন্য মিশনারী ট্রেনিঙের জন্য পাঠানো হবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে। আশাবাড়ীর ছেলে মেয়েরা কুইন্স স্কুলের পড়াশোনার সুযোগ পাবে।

(১২) ৪ই মে ১৯৪৫ CEZMS এর স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মিস জ্যোতি বসু এবং মিস অনু বিশ্বাস মাসিক ৫০ টাকার বিনিময়ে তারা কুইন্স স্কুলের কম্পাউন্ডে থাকবে এবং ইভানজেলিক্যাল ও পাস্টোরাল কাজে সাহায্য করবে।

(১৩) ৩১শে আগস্ট ১৯৪৫ খৃ: সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জোড়াকুঠির রিপেয়ার করতে হবে নীচের ও উপরের বারান্দা এবং তার জন্য খরচ হবে ৫৩৫৪ টাকা এর মধ্যে ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল ভাড়া বাবদ দেবে ৭৫৯ টাকা।

(১৪) ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ এর ডায়োসিসান বোর্ড অফ উমেন্স ওয়ার্ক কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে- ঐ বছর শুরু হয়েছিল রিজার্ভ ব্যালেন্স ২০০০ টাকা নিয়ে কিন্তু রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা হওয়া দরকার ৩০০০ টাকা। প্রতি বছরে চালের সংগ্রহের পরিমাণ প্রচুর এবং ফিজের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ে।

ইউরোপীয় মিশনারী শিক্ষিকাগণ অতি যত্নে মাতৃস্নেহে তাদের দেখাশোনা করতেন। বর্তমানে অধিকাংশই হিন্দু মেয়ে হোস্টেলে থাকে। ছাত্রীরা সকাল বিকাল প্রার্থনা করে, দুবেলা খাওয়ার আগে প্রার্থনা করে। প্রতি রবিবার সান্ডে স্কুল হয়। বাইবেল পরীক্ষা নেওয়া হয়। গীর্জায় যায়। ছাত্রীদের নিয়মিত স্টাডি হয়। ৪ জন দিদিমণি হোস্টেলে পড়ান। ছুটির দিনেও দিদিমণি সকালে দুপুরে দুবার এবং রাতেও পড়ান। ছাত্রীরা নাচ, গান, ছবি আঁকাও শেখে। হোস্টেলের মেয়েরা নানারকম কাজকর্মে, নানারকম অনুষ্ঠান পালন করে। বিশেষত বড়দিনের সময়ে বাইবেল পরীক্ষার প্রাইজ এবং যীশুর জন্মের নাটিকা, খৃষ্টীয় নৃত্যানুষ্ঠান, গান ইত্যাদি করে। বড়দিনে ও ইস্টারে তারা হোস্টেল সাজায় সুন্দর করে। খৃষ্টীয় আদর্শে ছাত্রীদের মানসিক, শারীরিক, আত্মিক এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চেষ্টা করা হয়।

২০০০ সালে এই স্কুল West Bengal Board of Secondary Education -এর স্বীকৃতি পায় যার মেমো নং S/Recog/ 2000/326 dated 9.6.2000 এবং উচ্চ মাধ্যমিক পঠনপাঠন অনুমোদনের মেমো নং DS(A)SD/0344/Recog/12 dated 26.6.2012। প্রথম দু-বছর এই স্কুলের মেয়েরা গোবরাপোতা নেতাজী বিদ্যামন্দিরের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয় ২০০০ এবং ২০০১ সালে।

২০২৩-২০২৪ সালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় – বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা – ৮২৭ জন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ১ জন প্রধান শিক্ষিকা ১২ জন সহ শিক্ষিকা এবং ২ জন শিক্ষাকর্মী কর্মরত আছেন। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৪৫ জন। উত্তীর্ণ হয়েছিল ৩৬ জন। ২ জন প্রথম বিভাগে, বাকি ৩৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ২৭ জন। ৩ জন প্রথম বিভাগে এবং বাকিরা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। ২০২৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৩০ জন তার মধ্যে ২৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। ২০২৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৪৬ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ২৬ জন।

২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় – ২০২৩ সালের হোস্টেলের মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল (প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) ৫০ জন। ২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ২ জন। ২ জনই ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে তারা একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। ২০২৩ সালে হোস্টেলে উচ্চ মাধ্যমিকের কোন পরীক্ষার্থী ছিল না। ২০২৪ সালে হোস্টেলের ছাত্রী সংখ্যা আজ পর্যন্ত ৫৩ জন। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ১ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৪ জন। বর্তমানে হোস্টেল পরিচালনার কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তারা হলেন – 1. Superintendent (H.M.) অবৈতনিক (তম্বী দে সরকার) ২. Warden (A.T) অবৈতনিক 3. Caretaker (1) বৈতনিক 4. Night Guard (1) বৈতনিক 5. Cook (2) বৈতনিক 6. Sweeper (1) বৈতনিক 7. Daily Wages (1) বৈতনিক 8. Tuition Teacher (7) বৈতনিক

কুইন্স স্কুল গভর্ণমেন্ট স্কলারশিপ উইনার্স

১৯১৩ – মৃণালিণী মল্লিক এম. ভি। প্রমোদিনী বিশ্বাস ইউ. পি। খৃষ্টদাসী বিশ্বাস এলটি। ১৯১৪ – পঙ্কজিনী বিশ্বাস ইউ পি। কেরদাশশী বিশ্বাস এলপি। ১৯১৬ – শিশুবালা মন্ডল এম ভি। মৃন্ময়ী বিশ্বাস এলপি। প্রমোদিনী বিশ্বাস এলটি। ১৯১৭ – ইন্দুমুখী বিশ্বাস এম ভি। বিমল প্রভা বিশ্বাস ইউ পি। কণক কুমারী ঘোষ এলটি। মায়ালতা প্রামানিক এলপি। ১৯১৮ – নলিনীবালা বিশ্বাস এম ভি। ১৯১৯ – কমলাবালা দাসী এম ভি। নীহারিকা রায় চৌধুরী এম ভি। কণক কুমারী ঘোষ ইউপি। ১৯২৪ – হান্না বিশ্বাস এম ভি। রীণা তরফদার এম ভি। ১৯২৯ – বনোলতা বিশ্বাস এমই। মলিনা বিশ্বাস এম ভি। ১৯৩১ – শেফালিকা বিশ্বাস এমই। ১৯৩২ – পূর্ণেন্দু বিশ্বাস এম ভি। ১৯৩৪ – সুরোমা মন্ডল এমই। নীলিমা বিশ্বাস এম ভি। ১৯৩৫ – পরিমল মন্ডল এম ভি। ১৯৩৮ – হেমনালিনী দাস এম ভি। প্রীতিকণা বিশ্বাস এম ভি। ১৯৪০ – সুরেখা মন্ডল এম ভি। সুশান্ত মন্ডল এম ভি। ১৯৪৭ – অনিমা বিশ্বাস এম ই। ১৯৫০ – শোভা সরকার এম ই। ১৯৫৪ – দীপালি বিশ্বাস এম ই। গীতা ভৌমিক এম ই। ১৯৫৬ – রীনা ঘোষ এম ই। জ্যোৎস্না দে এম ই।

স্কুল ম্যাগাজিন :

কুইন্স স্কুল অত্যন্ত যত্নের সাথে যেমন শিক্ষাদানের মাধ্যমে গ্রামীণ মেয়েদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষিত মার্জিত করে সমাজের আদর্শ স্ত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে তেমনি তাদের সাহিত্যচর্চাতে আগ্রহী করে তুলতে এবং সাহিত্য বিষয়ক গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পূর্ণ মাত্রায় উদ্যোগী হন প্রিন্সিপাল ও লেখিকা শ্রীমতি অশোকা মল্লিক মহাশয়া। তার সুপরিকল্পনায় ১৯৭৮ খৃ: স্কুলের প্রথমম স্কুল ম্যাগাজিন 'ভাস্বতী' প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সংসদ ছিল নিম্নরূপ : সম্পাদক মন্ডলী অশোকা মল্লিক, সুকেশী বিশ্বাস, শেফালী মল্লিক, লীলা বিশ্বাস। সদস্যগণ – মুকুল বিশ্বাস, ললিতা বিশ্বাস, মনোরমা পাল, শান্তিলতা বিশ্বাস। ৩০টি কবিতা, ২৩টি গল্প, পদ্য, প্রবন্ধ ছিল। প্রকাশক : শ্রী তুহিন দত্ত, মুদ্রণ : শোভন মুদ্রণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

কৃতি ছাত্রী :-

১) ডা: প্রীতিসুধা চৌধুরী (বিলেত ফেরত সার্জন) নদীয়া জেলার প্রথম মহিলা ডাক্তার।
২) ডা: সুষমাময়ী মন্ডল, চাপড়া নদীয়া জেলার দ্বিতীয় ডাক্তার। (বহিরগাছি)
৩) অধ্যাপিকা সান্ধ্যশশী মুখোপাধ্যায়। বহরমপুর বি. এড কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। (রানাঘাট)
৪) শুদ্ধশশী মুখোপাধ্যায়। প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড়। (রানাঘাট)
৫) বিনীতা মন্ডল। মিশনারী শিক্ষিকা, (চাপড়া নদীয়া)

প্রধান শিক্ষিকাদের তালিকা

1.	Reverend William James Deere	– 1840, 16th April
2.	Mrs. Blumhartt.	– 1842 – 78
3.	Mrs. William	- 1878 – 82
4.	Miss Allen Dowe	- 1883 – 90
5.	Mrs. Butler	- 1890 – 95
6.	Mrs. Goin	- 1895 – 97
7.	Mrs. Letever	- 1897 – 1900
8.	Mrs. Hewitt	- 1900 – 08
9.	Mrs. Nokes	- 1908 – 21
10.	Miss Margaret D. Mac Arther	- 1921 – 34
11.	Mrs. B. E. Guerin	- 1934 – 44
12.	Miss J. Bose	- 1944 – 53
13.	Miss M. Isaac	- 1953 – 56
14.	Miss Asoka Mallick	- 1956 – 92
15.	Miss Sephalika Mallick (TIC)	- 1992 – 95
16.	Mrs. Mahua Sarkar (TIC)	- 1995 – 97
17.	Mrs. Mahua Sarkar (HM)	- 1997 – 2018
18.	Mrs. Martha Hansda (TIC)	- 2018 – 20
19.	Mrs. Tanwi De Sarkar	- 2020 - present

মহুয়া মল্লিক

মার্থা হাঁসদা

তম্বী দে সরকার

স্কুল ভিজিট, বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও বিশপ ডঃ পরিতোষ ক্যানিং

বিধবাদের এই স্কুলটিকে আরো উন্নত করেন মিসেস ব্লুমহার্ট এবং এটিকে শিক্ষিকা শিক্ষণ বা টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে রূপান্তরিত করেন। তাই এটা বলা যেতে পারে নদীয়া জেলায় মিসেস ব্লুমহার্ট প্রথম গার্লস টিচার্স ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ খৃ: রেভারেন্ড ব্লুমহার্ট তিনি কলকাতাতে বদলি হন ও তার সাথে থেকে তাঁর স্ত্রীও বদলি হন। এই কারণে বিধবা স্কুলের পরিচালনার ভার অন্য কাউকে দেওয়া গেলনা ও বিধবাদের শিক্ষিকার অভাবে এই বিধবা বিদ্যালয় ও বিধবা শিক্ষিকা শিক্ষণ বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় চলতে থাকে। কমবেশি এই আঠারো বছরের পরিশ্রমের যে চিহ্ন রেখে গেলেন মিসেস ব্লুমহার্ট তা নদীয়ার বিধবাদের জীবনে একটি আলোক বর্তিকা স্বরূপ। নদীয়ার সমাজ জীবনে মিসেস ব্লুমহার্ট প্রথম মহিলা যিনি নদীয়ার নারী সমাজের অন্ধকার অধ্যায়ে প্রথম আলো জ্বেলেছিলেন অর্থাৎ আধুনিকতার স্পর্শ দিয়েছিলেন। গ্রেস কটেজ মিশন কম্পাউন্ড ১৮৮৩ খৃ: জেনানা মিশনের মিশনারী মিস এলেন ডও বসবাস করতেন এবং তার সাথে থাকতেন মিস আওয়েল এবং এরপরে মিস ব্রাউন থাকতেন। মিস এলেন ডও গ্রেস কটেজ মিশন কম্পাউন্ডে CEZMS বা জেনানা মিশনের পক্ষে দ্বিতীয় ডিসপেন্সারী খুলে স্ত্রী রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতেন। এরপরে শহরের উন্নয়ণের প্রয়োজনে সরকারকে এই জমি জেনানা মিশন ছেড়ে দেয় এবং সেখানে বৃটিশ সরকার বিদ্যুৎ দপ্তর তৈরি করে। জেনানা মিশন গ্রেস কটেজ মিশন কম্পাউন্ড ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে কুইন্স স্কুল মিশন কম্পাউন্ড কেনে এবং বাকী জমি নীল কোম্পানীর মালিক জেনানা মিশনকে হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ঐ জমির একটি অংশে কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং আরো একটি অংশে গভ: গার্লস স্কুল স্থাপিত হয়েছে। জমি সংক্রান্ত লিখিত তথ্য নিম্নরূপ :

Church of England Zenana Mission Society -র অফিস ছিল Cromwell House Highgate Hill, London, U.K. এবং এই সোসাইটি হল a voluntary association incorporated under the Charitable Trustees Incorporation Act 1872. এই association স্কুল সহ জমি দান (THIS INSTRUMENT OF TRANSFER) করছে যা দলিলে লেখা আছে "given to Ronald Winston Bryan, clerk in Holy Orders and Bishop of Barrackpore in the province of the Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon in the Republic of India." Zenana Hospital and Mission Compound – এর বিষয়ে লেখা আছে : "Land and premises situate in the town of Krishnanagar mouza and thana Krishnanagar district Nadia containing in area 7 bighas 13 kotthas or thereabouts and known as the Zenana Mission Hospital together with the hospital buildings, bungalows, nurses' quarters, servants quarters, godowns and other buildings……"। দলিলে এর ঠিক পরেই লেখা আছে : "KRISHNANAGAR Queen's School, Jorakuthi : Land and premises situate in the town of Krishnanagar mouza Ruipukur No J. L. 62 thana Krishnanagar, district Nadia having an area of 40 bighas 3 kotthas 15 Chittacks or thereabouts and known as Queen's School (Jorakuthi) together with the girl's school building, Principal's quarters, servants' quarters, go-downs and other buildings now existing there on the said premises comprising plot Nos 2250 and 2258 in khatian No 53 in towzi No 399 and being bounded on the one side by the house of the District Magistrate and on the other by that of the Superintendent of Police." এই দলিলের মাধ্যমে CEZ Mission Society জমিটি দেয় BDTA (Barrackpore Diocesan Trust Association) – কে ২৬.১১.১৯৫৮ সালে। উপরে লেখা আছে : "THE CHURCH OF ENGLAND ZENANA MISSIONARY SOCIETY to THE BARRACKPORE DIOCESAN TRUST ASSOCIATION. DEED OF TRANSFER OF TRUST of Mission properties in the Diocese of Barrackpore in the State of West Bengal in India. Book No. 1, Volume No. -1.6 For the year 1958.

এই গ্রেস কটেজেই কাজী নজরুল ইসলাম কয়েকবছর বসবাস করেছিলেন। বর্তমানে গ্রেস কটেজ নিয়ে কৃষ্ণনগরের কয়েকজন গবেষক ভুল তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। কেউ কেউ বলেন গ্রেস নামে এক সাহেব অথবা মেম থাকতেন। কেউ কেউ সম্প্রতি বলতে শুরু করেছেন কোন এক ইহুদী মহিলার বাড়ি !! এদের পেশ করা তথ্য ভুল। বর্তমানে হেরিটেজ ঘোষিত কৃষ্ণনগর 'গ্রেস কটেজ' মূলত মিসেস ব্লুমহার্ট প্রতিষ্ঠিত 'উইডো হোম' বা 'বিধবাদের আশ্রম'। মিসেস ব্লুমহার্টের স্বামী রেভারেন্ড ব্লুমহার্ট নীল আন্দোলনে নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইতিপূর্বে নীল আন্দোলনের বহু গ্রন্থে রেভারেন্ড ব্লুমহার্টের নাম ভুল উচ্চারণে বোমভাইটস্ বা বোমহাইটস্ লিখেছেন। ইনি জেমস লঙের ও দীনবন্ধু মিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মিসেস ব্লুমহার্টের দেখানো পথেই পরবর্তী ইউরোপীয় মিশনারীগণ দলে দলে নদীয়া জেলাতে আসতে থাকেন নারী জাগরণের মন্ত্র নিয়ে। চার্চ মিশনারী সোসাইটির মিশনারীরা নদীয়া জেলাতে নারী সমাজের উন্নয়ণের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল তার প্রশংসা করে বিভিন্ন প্রতিবেদন ইংল্যান্ডের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হতে থাকে। বাংলার মিশনারীদের ও অন্যান্য সংবাদপত্রেও একই প্রতিবেদন প্রকাশ হতে থাকে। এর ফলে হিন্দু সমাজে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়। বহুল চর্চিত বিষয় হয়ে ওঠে। মন্দ সমালোচনার পরোয়া না করে ১৮৮০ খৃ: শেষের দিকে The Church of Englands Zenana Missionary Society নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইংল্যান্ডে। এদের উদ্দেশ্য ছিল এই সোসাইটির মাধ্যমে নারী শিক্ষার বিদ্যালয় পঠন-পাঠন ও পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা, মহিলা পরিচারিকা পাঠানো হবে বিভিন্ন অঞ্চলে। সেখানে তারা প্রতি বাড়ি বাড়ি গিয়ে যীশুর কথা প্রচার করবে ও অসুস্থ রোগগ্রস্ত মহিলাদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা দেবে। ১৮৮৩ খৃ: জেনানা মিশন নামক সংস্থা মহিলাদের বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কর্মসূচী সরাসরি এই সোসাইটির উপরে ন্যস্ত হয়।

নদীয়া জেলার চাপড়া অঞ্চল এই জেনানা মিশনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৯১ খৃ: CMS Girl's Boarding School এর নাম পরিবর্তিত করে নতুন নাম করা হয় CEZM কুইন্স গার্লস স্কুল। স্কুলটির নাম কেন কুইন্স স্কুল হল ? সেই সময় United Kindom – এর রানি প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া। ১৮৩৮ সালের ২৮ জুন তাঁর রাজ্যাভিষেক (coronation) ঘটে। তার দেড় বছরের মধ্যেই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা আর Church of England Zenana Mission – এর অফিস রানির লন্ডনের কেন্সিংটন প্রাসাদের কাছেই অবস্থিত ছিল। সেই কারণেই তাঁর নামেই স্কুলটি চালু করা হয়। ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী হন ১৮৭৬ সালের মে মাসের প্রথম দিনে। শুরুতে ছিল চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। পরে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। আরও পরে ১৯৯৯ খৃ: পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণী। ২০০০ খৃ: স্কুলটি মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়। ২০১২ খৃ: উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর বোর্ডিং ব্যবস্থার জন্য প্রাচীন সময়ে খ্যাত ছিল। অবিভক্ত নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মেয়েরা গরুর গাড়ীতে চেপে জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী রাস্তা ধরে কৃষ্ণনগরে আসত কুইন্স স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। বছরে দুবার তারা বাড়ি যেতে পারত গ্রীষ্মের ছুটিতে ও বড়দিনের ছুটিতে।

C.E.Z.M.S প্রতিবেদন থেকে জানা যায় –

(১) ৪ঠা মার্চ ১৯৩৬ খৃ: স্ট্যান্ডিং কমিটি জানায় যে ভবিষ্যতে কুইন্স স্কুল তাদের জমির ভাড়া নিজেরাই দেবে যা এতদিন জোড়াকুঠি থেকে দেওয়া হতো। নিযুক্ত হন বিনাপানি ঘোষ। সিদ্ধান্ত হয় কুইট ডে কালেকশন দেওয়া হবে কুইন্স স্কুল চ্যাপেল ফান্ডে।

(২) ৪ঠা মার্চ ১৯৩৭ খৃ: কুইন্স স্কুলের এস্টিমেট থেকে ৯০০ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়। সিয়োনবামিনী সাহাকে নিয়োগ করা হয়। অবসর নেন বিনাপানি ঘোষ সুহার সিংহ।

(৩) ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কৃষ্ণনগরের তিনটি প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে– চাঁদসড়ক, কাঠারিপাড়া, সাজাপুর এ অবস্থিত। মার্থা মন্ডলকে নিযুক্ত করা হয়।

(৪) ১২ই জুলাই ১৯৩৮ খৃ: মিস গারলিঙ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রস্তাব দেন কুইন্স স্কুলে ক্লাস সেভেন পরীক্ষামূলকভাবে এক বছরের জন্য খোলা হোক। এই এক বছরের খরচ তিনি বহন করবেন ব্যক্তিগতভাবে এবং এটি সফল হলে তখন স্কুল ইনসপেকটরের কাছে পাঠানো হবে অনুমোদনের জন্য।

(৫) ১৪ই নভেম্বর ১৯৩৯ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ৫৮৯ টাকা ১৩ পয়সা কৃষ্ণনগর ইউনাইটেড ট্রেনিং কলেজে যেসব দরিদ্র ছাত্রীরা কুইন্স স্কুল থেকে পড়তে আসবে তাদের আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য একটি ফান্ড তৈরী করা হবে।

(৬) ১৪ই নভেম্বর ১৯৪০ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ট্রেনিং স্কুলের নতুন ভবন কুইন্স স্কুলে হবে এবং তার জন্য নতুন বিল্ডিং তৈরী করতে হবে। রেভারেন্ড ই. টি. নোকসের স্মরণে তাঁর স্ত্রী ১০০০ টাকা দান করেন।

(৭) ১৯শে নভেম্বর ১৯৪২ এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আশাবাড়ী হাসপাতাল ও শান্তি হাসপাতালের সুবিধা এবং ওষুধপত্র তা কুইন্স স্কুলকে কেনার কথা বলা হয়।

ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল মাসিক ৫০ টাকা ভাড়াতে কৃষ্ণনগর কম্পাউন্ডে অস্থায়ীভাবে তাদের এবং স্কুল ও হোস্টেল চালাতে থাকে বিশ্বযুদ্ধের কারণে।

(৮) ১১ই মার্চ ১৯৪৩ খৃ: সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কৃষ্ণনগর ইউনাইটেড মিশনারী ট্রেনিং কলেজ ব্রাঞ্চটি বন্ধ করে দেওয়া হবে যেহেতু বহরমপুরে ট্রেনিং কলেজ হয়েছে সেইজন্য। পাশাপাশি বিশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা জানানো হয় বিশিষ্ট বর্ষিয়ান CEZMS মিশনারী মিস্ গউক'কে, তিনি ৩০ বছর টিচার ট্রেনিং এর টিচার্সরূপে কাজ করেছিলেন।

(৯) ৩০শে জুন ১৯৪৩ CEZMS এর স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মিস গারলিঙ (Miss Garling) এবং মিস সবোজিনী বিশ্বাস ডিসেম্বর ১৯৪৩ এ রিটায়ার করবেন। জে. বোস আগামী জানুয়ারী ১৯৪৪ থেকে প্রিন্সিপাল রূপে দায়িত্ব পাবেন এবং সিয়োনবাসিনী সাহা হেড মিস্ট্রেস হবেন। (মাইনে ধার্য হলো ৪০ টাকা এবং প্রতি তিন বছর অন্তর বৃদ্ধি পাবে ৫ টাকা করে ও সর্বোচ্চ ৬ টাকা হবে)।

(১০) ১৮ই এপ্রিল ১৯৪৪ এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কুইন্স স্কুলের জন্য টেম্পোরারি অফ কনভেইন্স অ্যালাওন্স যাতে দেওয়া হয় তার জন্য CEZMS এর হোম কমিটিতে একটি প্রস্তাব পাঠানো হবে। মিস গুয়েরিনস এর রিটায়ারমেন্ট বিষয়ে আলোচনা ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

(১১) ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, CEZMS এর স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এই বছরের শেষে মিস গুয়েরিন যেহেতু রিটায়ার করবেন সেহেতু নবদ্বীপ ও সাজাপুর স্কুলের কাজ কুইন্স স্কুলের সাথে যুক্ত করা হবে। মিস জে. বোস সহকারী দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন। মিস সুষমা বিশ্বাস সুপারিনটেনডেন্ট রূপে নিয়োগ হবেন।

বারাকপুর ডায়োসিসের অধীনস্থ নদীয়া জেলাস্থিত মালিয়াপোতার পূণ্যভূমিতে ধন্য বুধবার সমিতির পরিচালনায় ও বারাকপুর ডায়োসিসের ব্যবস্থাপনায় এবং মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উৎসাহে ১৩১ তম ধন্য বুধবার মহাসভা অত্যন্ত পবিত্রভাবে উদযাপিত হলো। মঙ্গলবার বিকালে সেন্ট লুকস্ চার্চে প্রস্তুতিসভা শুরু হয়। তারপর পতাকা উত্তোলন করেন মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। একজোড়া সাদা পায়রা উড়িয়ে দেন দুই বিশপ। এরপর শোভাযাত্রা বের হয়ে সংলগ্ন ক্যাথলিক চার্চ ক্যাম্পাসের গ্রোটোতে মোমবাতি জ্বালান দুই বিশপ এবং প্যারিশ ইনচার্য ফাদার অভ্যর্থনা জানান। এরপর শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মূল সভা মঞ্চে ফিরে আসে ও সভা শুরু হয়। গান, প্রার্থনা, সাক্ষ্য প্রচার, কীর্তন পরিবেশিত হয়। মাননীয় বিশপ ড. ক্যানিং প্রভুর বাক্য প্রচার করেন ও প্রভুর ভোজ সম্পাদন করেন বুধবার সকালে। বিকালে নগর কীর্তনের পরে সভা শেষ হয়। সারা ভারত থেকে আট হাজার খৃষ্ট ভক্ত সভাতে যোগ দিয়েছিলেন।

৬ তম খৃষ্টীয় উদ্দীপনা সভা, রানাঘাট

গত ১১ ও ১২ তারিখে খৃষ্টীয় উদ্দীপনা সভা অনুষ্ঠিত হলো রানাঘাট দয়াবাড়ী সেন্ট লুকস্ চার্চে। মঙ্গলবার শোভাযাত্রা করে মূল মঞ্চে ফিরে এসে সভার সূচনা হয়। রেভারেন্ড সুবীর বিশ্বাস ও পাস্টোরেট কমিটির আহ্বানে ডায়োসিসের বিশপ ও পুরোহিতগণ গান প্রার্থনা ও বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং প্রথম প্রচার করেন। পরের দিন বুধবার মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী প্রভুর বাক্য প্রচার করেন ও প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন। নগর কীর্তনের পর সভা শেষ হয়। ডুয়ার্স ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ ডেভিড রায় শুভেচ্ছা জানান তাঁর ডায়োসিসের পক্ষে।

রাঘবপুর পাস্টোরেটে যুব সম্মেলন

গত ৯ তারিখে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় রাঘবপুর পাস্টোরেটে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। গান ও প্রার্থনার দ্বারা সম্মেলনের শুরু হয়। প্রধান অতিথি মাননীয় বিশপ তার মূল্যবান উপদেশের মাধ্যমে যুবদের সচেতন করেন যে তাদের ডায়োসিস সমাজ মন্ডলীর প্রতি খৃষ্টীয় দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে। দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন পাস্টোরেট থেকে মোট ১২০ জন যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

খাড়ি পাস্টোরেটে হস্তার্পণ

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর সুপরিচালনায় ও সুপরিকল্পনায় ডায়োসিসের জীবনে স্থাবর বিষয়ের পাশাপাশি আত্মিক পরিচর্য্যার উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে চলছে। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী খাড়ি পাস্টোরেটের মহামায়া সেন্ট জেমস চার্চ কম্পাউন্ডের সীমা নিয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং নতুনভাবে প্রাচীর দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তাই উক্ত দিনে নতুন প্রাচীর দেওয়ার কাজটিকে মাননীয় বিশপ আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় বিশপ ও ডি এস মাননীয় সুকল্যাণ হালদারকে শুভেচ্ছা সম্মান জানানো হয়। মাননীয় বিশপ এরপর পবিত্র প্রভুর ভোজের উপাসনা সম্পাদন করেন ও হস্তার্পণ করেন এবং ডায়োসিস ও মন্ডলীর সেবায় যেন একজন পূর্ণ সভ্যরূপে অংশগ্রহণ করে।

গাঙরাইতে মেমোরিয়াল সার্ভিশে যোগ দেন বিশপ

গত ২৮ তারিখে মাননীয় বিশপ গাঙরাই পাস্টোরেটের কালিপুর যান তপন প্রামানিকের বাসভবনে তার স্ত্রী স্বর্গীয়া রেখা প্রামানিকের চল্লিশদিনের সভাতে। মাননীয় বিশপ উপদেশ দানের মাধ্যমে উপস্থিত সকল খৃষ্ট ভক্তবৃন্দদের আত্মিকভাবে শান্তি সান্ত্বনা দান করেন। ভক্তমন্ডলী মাননীয় বিশপের উপস্থিতিতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

মহিলা সম্মেলন হলো রামজী মেমোরিয়াল চার্চে

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী জিয়াদারগোট পাস্টোরেটের অন্তর্গত রামজী মেমোরিয়াল চার্চে ৯টি পাস্টোরেট নিয়ে একদিনের একটি মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় বিশপ প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন এবং তাকে সম্মেলনের পক্ষে মহিলা সমিতি সম্মান ও সম্বোর্ধনা জানায়। মাননীয় বিশপ আমোষ ৪:১২ পদ এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মহিলাদেরকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেন। উক্ত সম্মেলনে গান, নাটক, বাইবেল কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন DWFCS এর প্রেসিডেন্ট বড় গুরুমা ফ্লোরেন্স সুপ্রিয়া চক্রবর্তী ও সেক্রেটারী শ্রীমতি আত্রেয়ী মন্ডল এবং ট্রেজারার সীমা সরকার, ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি মিতা মন্ডল তারা সকলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও শুভেচ্ছা জানান। ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রেভারেন্ড ড. সুরোজিৎ সরকারের প্রার্থনার দ্বারা সম্মেলন শেষ হয়। সমগ্র সম্মেলন পরিচালনা করেন শ্রীমতি বিমলা মন্ডল।

স্টুয়ার্ডশিপ প্রোগ্রাম গঙ্গাসাগর, কাকদ্বীপ

ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহে ও বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ মহাশয়ের নেতৃত্বে স্টুয়ার্ডশিপ কমিটির পরিচালনায় গত ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগর ও কাকদ্বীপে স্টুয়ার্ডশিপ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো। প্রায় ২০০টি পরিবারে ডায়োসিসের পুরোহিত ও বিশপ মহাশয় ২০টি দলে বিভক্ত হয়ে, স্থানীয় মানুষের সাথে তাদের বাড়ীতে যান এবং কোরাস গান ও প্রার্থনা করেন। তাদের উৎসাহ ও বাড়ীতে আপ্যায়ন অতুলনীয়। বাড়ীতে যাওয়ামাত্র অতি ভক্তির সাথে পা ধুইয়ে দেওয়া ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া সত্যি মনে রাখার মতন। বাড়ীর দেওয়ালে প্রভুর যীশুর ছবি টাঙানো এক অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। দিনের শেষে এক সাথে সবাই মিলে প্রার্থনা করা ও ঈশ্বরের বাক্য প্রচার সবাইকে আশীর্বাদ দান করেছে।

প্রথম খৃষ্টীয় উদ্দীপনা সভা বামনপুকুরে

গত ২৫-২৬ তারিখে মাননীয় বিশপের উৎসাহে ও পরামর্শে প্রথম খৃষ্টীয় উদ্দীপনা সভা অনুষ্ঠিত হলো ক্যানিং পাস্টোরেটের অন্তর্গত বামনপুকুর ইম্মানুয়েল মন্ডলীতে। ২৫ তারিখে সভার উদ্বোধন করেন মাননীয় উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ এবং ডি এস শ্রী সুকল্যাণ হালদার। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মাননীয় বিশপ ও অন্যান্য পুরোহিতগণ মিলে শোভাযাত্রা করে সভাস্থলে আসেন এবং সভার কাজ শুরু হয়। মাননীয় বিশপ আত্মিক উদ্দীপনা উপদেশ এবং ভক্তমন্ডলী আধ্যাত্মিকভাবে আপ্লুত হন। ২৬ তারিখে প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন মাননীয় বিশপ এবং নগরকীর্তনের মাধ্যমে উদ্দীপনা সভা শেষ হয়। অনেক জন ভক্ত মন্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

জিয়াদারগোট পাস্টোরেটে বিবাহ অনুষ্ঠানে বিশপ

গত ৬ তারিখে ১১ টার সময় মাননীয় বিশপ যোগ দেন জিয়াদারগোট পাস্টোরেটে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে। এই বিবাহ অনুষ্ঠান মাননীয় বিশপ সম্পাদনা করেন ও গান প্রার্থনার মাধ্যমে নব দম্পতিকে আশীর্বাদ দানে পুষ্ট করেন।

ঠাকুরপুকুর সেবক সমিতির সভায় বিশপ

গত ৮ তারিখে মাননীয় বিশপ যোগ দেন ঠাকুরপুকুরে অনুষ্ঠিত সেবক সমিতির সভায়। সভায় মাননীয় বিশপকে সম্মান সম্বোর্ধনা জানানো হয়। মাননীয় বিশপ গান প্রার্থনা ও প্রভুর বাক্য প্রচার করে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে আত্মিকভাবে উদ্দীপিত করেন।

২৫।। CEZM কুইন্স গার্লস হাই স্কুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।। জনসন সন্দীপ

স্কুল ক্যাম্পাস

গ্রেস কটেজ

ভারতবর্ষের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় বা গার্লস স্কুল হচ্ছে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অবস্থিত CEZM গার্লস হাই স্কুল। নদীয়া জেলায় প্রথম স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের পথিকৃৎ হচ্ছেন রেভারেন্ড উইলিয়াম জেমস ডীয়ার (Reverend William James Deere) যিনি ছিলেন ভারতে আগত চার্চ মিশনারী সোসাইটির ৫৫ তম মিশনারী এবং জাতিতে ছিলেন জার্মান। চার্চ অফ ইংল্যান্ডের পক্ষে কালনা থেকে স্বাস্থ্য উদ্ধারের কারণে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কৃষ্ণনগরে আসেন এবং সাহেব পাড়াতে একজন নীলসাহেবের বাগান বাড়ি কিনে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও মিশন কাজ শুরু করেন। এই সম্পত্তিতে পরবর্তী সময়ে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও নবদ্বীপে দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অন্য আর একটি প্রতিবেদনে জানা যায় যে তিনি একই সময়ে কৃষ্ণনগরে তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৪ খৃ: তিনি সি. এম. এস. সেন্ট জন'স স্কুল স্থাপন করেন এটা ছিল প্রথম বালকদের জন্য এবং পরবর্তীতে তিনি ১৮৪০ খৃ: ১৬ই এপ্রিল বালিকাদেরও ভর্তি নেন। একই সাথে পড়ানোর জন্য কৃষ্ণনগরের রক্ষণশীল সমাজ তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করতে থাকে। ১৮৪২ খৃ: রেভারেন্ড ক্লমহার্টের স্ত্রী মিসেস ক্লমহার্ট তিনি বালিকাদের পৃথক করেন ও সি. এম. এস. গার্লস বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন। পুরুষ শাসিত তৎকালীন নদীয়াতে স্ত্রী শিক্ষা বা 'বাল্য বিধবা'দের শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রতিরোধ আসতে থাকে হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজ থেকে। অনেক সময় মিসেস ক্লমহার্টকে অপমানিত করা হয়েছে। তাকে অনেক কুটুক্তি শুনতে হত। তা সত্ত্বেও তিনি হতাশ হননি। সমগ্র নদীয়া জেলাতে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি মুসলিম নারীদের পর্দাপ্রথার আড়াল থেকে এবং হিন্দু মহিলাদের অন্ত:পুর থেকে আধুনিক শিক্ষার আঙিনায় টেনে এনেছিলেন। এরজন্য তাঁকে বহু সমালোচনা সইতে হয়েছিল। এই বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাল্য বিধবারা শিক্ষা গ্রহণের স্বাদ পেয়েছিল। খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসায় ও শিক্ষা গ্রহণ করায় তাদের বেশিরভাগজন সমাজচ্যুত ও গৃহচ্যুত হয়েছিল। এদের বলা হত "ম্লেচ্ছ মেয়েছেলে"। সি. এম. এস সেন্ট জন'স মিশন কম্পাউন্ডের বিধবা আশ্রমে মাঝে মাঝে হিন্দু মুসলিম সমাজের গোঁড়াপন্থীরা আক্রমণ চালাত ভেঙ্গে দিত ও আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। তাদের বক্তব্য ছিল সমাজ রসাতলে চলে গেল। এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মিশনারীরা লাঠিয়াল পাহারাদার রাখতে শুরু করে। সংবাদ পত্রেও মিশনারীদের বিরোধীতা করত।

গ্রেস কটেজ (১৮৬১):

বিধবাদের আশ্রমগুলিতে শিক্ষার পাশাপাশি খৃষ্টধর্ম চর্চা, সংগীত চর্চা, হাতের কাজ শেখানো হত যেমন – সেলাই শিক্ষা বা সূচী শিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য মিশনারীদের পক্ষ থেকে বিধবাদের শিক্ষা দিতে কৃষ্ণনগরে ১৮৬১ খৃ: বিধবা আশ্রম ও স্কুল স্থানান্তরিত হয়। সি. এম. এস. সেন্ট জন'স মিশন কম্পাউন্ডের বালক বালিকাদের স্কুলে একই সাথে বিধবাদের আবাসিকভাবে রেখে শিক্ষাদান করা ছিল কঠিন কারণ সামাজিকভাবে বিতর্ক চলছিল। কৃষ্ণনগরে খৃষ্টান মিশনারীদের সমাজ উন্নয়ণের কাজে সবসময় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম রক্ষণশীলপন্থীরা বিভিন্নভাবে বিরোধিতা ও সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিত। ইতিপূর্বে ঘটে গেছে সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, আরো অন্যান্য বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। রক্ষণশীলদের সমালোচনাকে এড়াতেই সি. এম. এস মিশন কম্পাউন্ড থেকে খানিকটা দূরে একটি বাগান ঘেরা শান্ত নিরিবিলি স্থানে স্থানান্তরিত হলো ও এই স্কুল ও বিধবাদের আশ্রম। এই আশ্রমের নাম খৃষ্টানী দর্শন ও বাইবেলীয় নীতি শিক্ষানুসারে বিধবাদের উপরে দয়াময় প্রভু যীশুর দয়াশ্রিত হয়েছেন কয়েকজন বিধবা। তাদের এই সুন্দর সুরক্ষিত ছোট্ট বাড়ীটির নাম মিসেস ক্লমহার্ট রাখলেন 'গ্রেস কটেজ' বা 'দয়াবাড়ী' পরবর্তীতে এই গ্রেস কটেজ বা দয়াবাড়ীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে ঐ নামানুসারে রানাঘাট মিশন হাসপাতালের নাম রাখা হয় 'দয়াবাড়ী হাসপাতাল'। প্রথম প্রথম নয়জন বিধবা এখানে লেখাপড়া করার জন্য ভর্তি হন। এইভাবে নদীয়া জেলাতে মিশনারীদের বিধবা উন্নয়ণের প্রথম পদক্ষেপ সূচীত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে এদের মধ্যে তিনজনকে স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। মিসেস ক্লমহার্টের প্রতিবেদন থেকে তৎকালে কিছু বিধবার আর্থিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের তথ্য পাওয়া যায়। আর্থিক সুরাহা হবে এই আশা নিয়ে অনেক বিধবাই শিক্ষাগ্রহণ করতে সেই সময়ে এগিয়ে আসেন। শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন বিধবা পরবর্তীকালে একটি অবস্থাপন্ন বাড়িতে স্ত্রী-শিক্ষার কাজে নিযুক্ত হন। বাড়ির মালিকের বোন ও স্ত্রীকে তিনি সেলাই শেখাতেন। অল্প সময়ের মধ্যে তারা সেই কাজ ভালোভাবে রপ্ত করে। মিসেস ক্লমহার্ট মাঝে মাঝে সেই বাড়ি পরিদর্শন করতেন। তখন তারা খুশি হয়ে তাঁকে সেই কাজ দেখাতে নিয়ে আসত। এরা খুব বুদ্ধিমতী ও পড়াশোনায় আগ্রহশীল ছিল। কখনও কখনও শিক্ষিকার মাধ্যমে ক্লমহার্টকে তারা প্রণাম জানাত এবং সেই বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ করত। নিজের ভাইয়ের কাছে এরা লেখাপড়া শিখত। ১৮৬২ খৃ: সুসান নামে একজন মহিলা এই স্কুলে ভর্তি হয়। দুইমাস পরে সে তার ভাইয়ের কাছে কীর্নাহার যায়, সেখানকার মেয়েদের স্কুলে সে শিক্ষিকার পদে যোগ দেয়। শিবচন্দ্র সরকার নামে একজন ভদ্রলোক এই স্কুলটি স্থাপন করে। বিশেষ কোন কারণে সেই শিক্ষিকা এই স্কুল থেকে চলে যায়। তখন সেই ভদ্রলোক আরেকজন বিধবা শিক্ষিকার জন্য মিশনারীদের কাছে আবেদন করে। স্কুল থেকে সুসানের চলে যাওয়ার কারণ না জানতে পারার জন্য অন্য কোন শিক্ষিকাকে আর সেখানে পাঠানো হয়নি। ১৮ই জানুয়ারী ১৮৬২ খৃ: তারা নামে একজন বিধবা শিক্ষণের জন্য এই স্কুলে যোগ দেন। ১৬ই এপ্রিল ১৮৬৩ খৃ: একজন হিন্দু বাবুর বাড়িতে সে শিক্ষিকার পদে নিযুক্ত হয়। উক্ত বাবু ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট আত্মীয়। ১৮৬১ খৃ: ২২ মে সুজন নামে আরো একজন বিধবা সেখানে ভর্তি হয়। ১৮৬৩ খৃ: ১৮ জুন সে বর্ধমানে চলে যায় এবং সেখানকার মিশন স্কুলের তদারকের কাজে নিযুক্ত হয়। মিসেস স্টেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। সুজন সেখানে যোগ দেওয়ায় তাঁর বিশেষ উপকার হয়। এরপরেও সেই স্কুলে তিনজন বিধবা ছাত্রী ছিল। কর্তৃপক্ষ অবশ্য আশা পোষণ করেন শীঘ্রই আরো বিধবা ছাত্রী সেখানে ভর্তি হবে।

গোল্ডেন জুবিলি অনুষ্ঠান, ১৯৪১

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল

অশোকা মল্লিক

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল